আরণ্যকের নাট্যচর্যা

সৃজনে সংগ্রামে নন্দনে

গবেষণা ও সম্পাদনা
অপু মেহেদী

আরণ্যকের নাট্যচর্যা : সৃজনে সংগ্রামে নন্দনে
গবেষণা ও সম্পাদনা : অপু মেহেদী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

পরিবেশক
ক্ষ্যাপা বাড়ি ৭৬ রাস্তা ১ মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি মোহাম্মদপুর ঢাকা

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৬৯৫ টাকা

Aranyaker Natyacharya: Srijone Songrame Nondone Research & Edited by Apu Mehedi Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: January 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 695 Taka RS: 695 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97227-5-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

রহমান রক্কু
নাজমা আনোয়ার
মান্নান হীরা
মিরাজ মামুন
নূরুল হক
আমিমুল এহসান দীপু

সূ চি প ত্র

আরণ্যকের নাট্যচর্যা ১১

যাত্রা শুরুর কথা

আরণ্যকের জন্মকথা ১৭
আরণ্যকের কথা ১৭
আরণ্যকের শ্লোগান ১৮
আরণ্যকের সাংগঠনিক কাঠামো ১৮

প্রথম যাত্রীদের দর্পন

আরণ্যক ২১
মামুনুর রশীদ
৩০১তম প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ব্যক্তিগত পত্র ২৩
আলী যাকের

বিশেষজনের বাতায়ন

বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে আরণ্যক ২৭
বদরুদ্দিন উমর
আরণ্যক আলাদা, অন্যরকম ৩১
শওকত আলী
আমাদের নাট্যান্দোলন ও আরণ্যক ৩২
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

সময়ের মাইলফলক

আরণ্যকের দশ বছর ৩৭
আরণ্যকের একযুগ ৩৯
৩০১তম অভিনয় উপলক্ষে উপলব্ধি ৪০

আরণ্যকের বিশ বছর ৪৩
আজ ২৫ বছর ৫১
আরণ্যকের ৪০ বছর ৫২
আরণ্যকের ৪৫ বছর ৫৩
আরণ্যকের ৫০ বছর ৫৭

আরণ্যকের প্রযোজনা

মঞ্চনাটকসমূহের তথ্য ৬৩
নীরিক্ষাধর্মী প্রযোজনা ১৩৪
আরণ্যকের পথনাটক ১৩৮
কর্মশালা প্রযোজনা ১৪১
স্কুল থিয়েটার ১৪২

আরণ্যকের মে দিবস

মে দিবস পালনের ইতিহাস ১৪৫
মে দিবসের কাগজের সূচিপত্র ১৪৬

আরণ্যকের কর্মশালা

অভ্যন্তরীণ কর্মশাালা ১৫৩
আরণ্যকের নাট্যভাবনা ও প্রয়োগরীতি ১৫৫
আরণ্যক থিয়েটার পাঠশালা ১৫৮

মুক্তনাটক আন্দোলন

মুক্তনাটকের ইতিহাস ১৬৩
জনগণের থিয়েটার ও আরণ্যক ১৬৪
মামুনুর রশীদ ও রস কীড
মুক্তির এক খোয়াবনামা পুনর্পাঠ:
বাংলাদেশের মুক্তনাটক আন্দোলনের ব্যবচ্ছেদ ১৭৫
সৈয়দ জামিল আহমেদ
মুক্তনাটক : কিছু কথা ও অভিজ্ঞতা ২১৬
মান্নান হীরা
মুখোমুখী মামুনুর রশীদ ২২৭
মামুনুর রশীদের সাক্ষাৎকার ২৩০

আরণ্যক দীপু স্মৃতি পদক

পদক প্রবর্তন ২৩৫
পদক প্রাপ্তদের তালিকা ২৩৬

আরণ্যকের উৎসব

যুদ্ধ প্লাবন ও নবাণ্যের উৎসব ১৯৮৯ ২৩৯
বিশ বছর পূর্তি উৎসব ১৯৯৩ ২৪০
সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাট্যোৎসব ১৯৯৫ ২৪০
২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ১৯৯৭ ২৪০
দ্রোহ দাহ স্বপ্নের মামুনুর রশীদ ২০০০ ২৪১
মেঘমল্লার নাট্য আয়োজন ২০০০ ২৪৩
পথনাটকের উৎসব ২০০০ ২৪৩
ফুল ও ফুলকির উৎসব ২০০২ ২৪৪
ময়ূর সঙক্রান্তি উৎসব ২০০৯ ২৪৪
আরণ্যকের ৪০ বছর উৎসব ২০১২ ২৪৫
রাঢ়াঙ উৎসব ২০১৫ ২৪৮
শীতকালীন পথনাট্যোৎসব ২০১৫ ২৪৯
পুষ্প ও মঙ্গল আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৭ ২৫০
ক্রান্তির মাদল নাট্যোৎসব ২০১৯ ২৫২
দ্রোহ দাহ স্বপ্নের মামুনুর রশীদ ২০২০ ২৫২
মান্নান হীরা স্মরণ উৎসব ২০২১ ২৫৪
মান্নান হীরা স্মারক বক্তৃতা ২০২২ ২৫৫
রাঢ়াঙ ২০০তম প্রদর্শনী উৎসব ২০২২ ২৫৫
৫০ বছর পূর্তি উৎসব ২০২২-২০২৩ ২৫৬

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরণ্যক

আন্তর্জাতিক কর্মশালা ও প্রযোজনা ২৬১
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ২৬৪

সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আরণ্যক

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ২৬৭
বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ ২৬৭
সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ২৬৮
আইটিআই ২৬৮

আরণ্যকের প্রাপ্ত সম্মাননা

দলীয় সম্মাননা ২৭১
ব্যক্তিগত সম্মাননা ২৭২

প্রযোজনা মূল্যায়ন

আরণ্যকের প্রাকৃতজনকথা :
দ্রোহের ইতিহাস ও বর্তমানের শঙ্খধ্বনি ২৭৫
ভরত সেন
রেনেসাঁসের ধারায় বিদ্যাসাগর এবং আরণ্যকের নাট্যদ্যোগ ২৭৮
আবুল কাসেম ফজলুল হক
আমার দেখা ময়ূর সিংহাসন ২৮৩
মফিদুল হক
বাঙময় সঙক্রান্তি ২৮৫
দীপংকর চন্দ
আরণ্যকের রাঢ়াঙ 'তাহাদের' উৎকণ্ঠার কথা, উৎখাতের কাহিনি ২৯১
অংশুমান ভৌমিক
দি জুবলী হোটেল : সময়ের মানচিত্র ২৯২
আবু সাঈদ খান

আরণ্যকের নাট্যচর্যা

একটি নতুন দেশ গঠিত হওয়ার পর সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় সেটা হলো—নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ। আর এই মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা রাখে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা। ১৯৭১-এ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সারাদেশে সংস্কৃতিচর্চার এক সুর্বণ দ্বার উন্মোচিত হয়। একে একে চর্চা শুরু হয় সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার। তন্মধ্যে অন্যতম হলো নাটক। রাজধানী ঢাকা শহর তখন নিয়মিত নাট্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন নাট্যদল। আরণ্যক নাট্যদল এক্ষেত্রে অগ্রগামী। দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় আরণ্যক নাট্যদল। যুদ্ধফেরত কয়েকজন তরুণ যাদের চোখভরা তখন মানুষের স্বপ্ন ও অধিকার পূরণের আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য তারা হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলেন নাটককে। এমনি কয়েকজন তরুণের স্বপ্নের সম্মিলনে গঠিত হলো 'আরণ্যক নাট্যদল'। স্বাধীন বাংলাদেশে গঠিত প্রথম নাট্যদল। সে হিসেবে আরণ্যক প্রায় স্বাধীনতার সমান বয়সী।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নাটক মঞ্চায়নের গৌরবও আরণ্যক নাট্যদলের। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আরণ্যক মঞ্চস্থ করে মুনীর চৌধুরীর 'কবর'। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কারাগারে বসে রচিত এই নাটকে অভিনয় করেন আলী যাকের, সুভাষ দত্ত, ইনামুল হক, মামুনুর রশীদ, মুজিব বিন হক ও নাজমুল হোসেন। নির্দেশনা দেন মামুনুর রশীদ। 'কবর' এর মধ্য দিয়েই আরণ্যকের ভবিষ্যৎ নাট্যচেতনার আভাষ পরিলক্ষিত হয়। কেননা, শুরু থেকেই আরণ্যক মনে করে নাটক শুধুমাত্র আনন্দের জন্যই নয়, সমাজ পরিবর্তনের একটি অন্যতম অনুষঙ্গও বটে।

'কবর' এর পর একই বছরে আরণ্যক মঞ্চে আনলো 'পশ্চিমের সিঁড়ি'। যাত্রা শুরুর পর একটি নাট্যদলের যাত্রাপথ যতটা মসৃণ হওয়া প্রয়োজন আরণ্যকের শুরুর পথ ততটা মসৃণ ছিলো না। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা আর নানা সীমাবদ্ধতার জটিলতায় বারবার থমকে যেতে হলো। এই থমকে যেতে যেতেই ১৯৭৪ সালে আরণ্যক মঞ্চে আনলো 'গন্ধর্ব নগরী'। শ্রেণিসংগ্রামের একটি বিমূর্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে 'গন্ধর্ব নগরীর' মাধ্যমে আরণ্যক পুনর্বার জেগে ওঠার চেষ্টা করলো। সেই চেষ্টা সফল হলো ১৯৭৬ সালে। মঞ্চে এলো 'ওরা কদম আলী'।

বোবা কদম আলীর বিক্ষোভ আর বিদ্রোহে স্পন্দিত হলো মঞ্চ। সেই স্পন্দনেই নতুন কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি হলো দলে। এলো নতুন ভাবনা। নাটককে মঞ্চের ঘেরাটোপ থেকে নিয়ে যেতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার মাঝে। এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই ১৯৮০ সালে মঞ্চে এলো 'ওরা আছে বলেই'। এরপর 'ইবলিশ'। ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই আর ইবলিশ—মূলত এই ট্রিলজির মাধ্যমেই আরণ্যক তাদের নাট্যদর্শনটাকে এক শক্ত ভিতের মাঝে প্রোথিত করলো। দলের ভাবনায় যুক্ত হলো রাজনৈতিক শ্রেণিচেতনা। নাটককে জনগণের মাঝে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুরু হলো দেশব্যাপি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী। কিন্তু তাতে প্রত্যাশিত ফল মিললো না। শুরু হলো বিকল্প অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় যুক্ত হলো একটি উজ্জ্বল অধ্যায়—মুক্তনাটক আন্দোলন। আরণ্যক নাট্যদলের প্রচেষ্টায় সারাদেশে গঠিত হলো মুক্তনাটক দল। এই মুক্তনাটকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই আরণ্যক একে একে মঞ্চে আনলো 'সাত পুরুষের ঋণ', 'গিনিপিগ', 'অববাহিকা' ও 'নানকার পালা'।

এই সময়ে আরণ্যকের নাট্যচর্চায় আরো একটি চিন্তা যুক্ত হলো। প্রথম নাট্যদল হিসেবে আরণ্যক নাট্যদল নিয়মিতভাবে শুরু করলো মে দিবস পালন। সেই সূত্রে আরণ্যক মঞ্চ ছেড়ে নেমে এলো পথে। মুক্ত নাটককের পাশাপাশি শুরু হলো নিয়মিত পথনাটক কার্যক্রম। প্রতিবছরই প্রযোজিত হতে থাকলো নতুন নতুন পথনাটক।

'নানকার পালা'র পর মঞ্চে এলো 'সমতট'। মানবিক আবেগ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণের নাটক 'সমতট'-এর মাধ্যমে আরণ্যকের নাট্যধারায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। আগের নাটকগুলোর উচ্চকিত সুরের জায়গায় যুক্ত হলো এক পরিশীলিত শিল্পবোধ এবং নির্মাণ কৌশল। 'সমতট' এর পর মঞ্চে এলো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'কোরিওলেনাস'। কোরিওলেনাসের মাধ্যমে বিশ্বনাটকের সাথে এক মেলবন্ধন ঘটলো আরণ্যকের। সেই সাথে নাট্যচিন্তায় যুক্ত হলো বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট। সেই প্রেক্ষাপটেই আরণ্যক মঞ্চে নিয়ে এলো রাজনৈতিক প্রহসন 'খেলা খেলা'। এরপর 'পাথর'। 'পাথর' ধর্ম নিয়ে উপমহাদেশের বাস্তবতা, সাম্প্রদায়িক গোড়ামী এবং সম্প্রীতির এক অনবদ্য দলিল। পাথরের পর এলো 'আগুনমুখা'। আগুনমুখার মাধ্যমে বিপ্লবের সঠিক পথের সন্ধান করতে করতে মঞ্চে এলো 'জয়জয়ন্তী'। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত আরণ্যকের বহুল প্রশংশিত এই নাটক শুধু নাটক নয়, এ যেন এক নিপুণ কবিতা।

জয়জয়ন্তীর পর আরণ্যক মঞ্চে আনে 'প্রাকৃতজন কথা'। এরপর 'সঙক্রান্তি'। গ্রামের লোকনাট্যের একটি আঙ্গিক সঙ। তার সাথে সম্পর্কিত কৃষিজীবী মানুষের জীবন ও শিল্পের বিরোধ এবং উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে তাদের অবহেলা যা তাদের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এই প্রতিপাদ্য নিয়েই সঙক্রান্তি। এরপর আরণ্যক মঞ্চে নিয়ে আসে আদিবাসী সম্প্রদায় সাঁওতালদের ভূমিলুণ্ঠন ও নিপীড়ণসহ নানা নির্যাতনের এক মহাকাব্যিক প্রযোজনা—'রাঢ়াঙ'। রাঢ়াঙ

আরণ্যককে জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান করে দেয়। এরপর 'উপরওয়ালা'। কোরিওলেনাসের পর বিশ্বনাটকের সাথে মেলবন্ধনের আরেকটি প্রচেষ্টা 'উপরওয়ালা'। ইবসেন উৎসবে অভিনীত হয় নাটকটি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও গল্প নিয়ে ২০০৮ সালে আরণ্যক মঞ্চে আনে 'এবং বিদ্যাসাগর'। তারপর 'শত্রুগণ'। দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হিসেবে বিদেশি ঋণ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে তা বিতরণ করে কীভাবে শোষণের জালে বেঁধে ফেলা হয় তাদের তার চিত্র ফুটে উঠেছে এই নাটকে।

কৃষকদের মতো দেশের পোশাক শ্রমিকরাও শোষণের শিকার। মালিক শ্রেণির অবহেলায় প্রতিনিয়ত নানাভাবে নানা দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত হচ্ছে শতশত শ্রমিক। তারই এক নির্মম চিত্র নিয়ে আরণ্যক মঞ্চে আনে 'স্বপ্নপথিক'। স্বপ্নপথিক সমকালীন জাতীয় জীবনের এক অশ্রুমিশ্রিত আখ্যান।

২০১১ সালে ভারতবর্ষব্যাপি পালিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে আরণ্যক মঞ্চে 'ভঙ্গবঙ্গ'। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাথে আজকের সময়কে সমন্বয় করে রূপকধর্মী নাটক 'ভঙ্গবঙ্গ'। এরপর ২০১৬ সালে মঞ্চে আসে মান্নান হীরা রচিত 'দি জুবলী হোটেল'। রাজনৈতিক অস্থিরতা, হত্যা, গুম, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন এবং সর্বোপরি জঙ্গিবাদের উত্থানের নানা গল্পকে এক সুতোয় বেঁধে নির্মিত হয়েছে 'দি জুবলী হোটেল'। ২০২০ সালে মঞ্চে আসে 'কহে ফেসবুক'। কহে ফেসবুক প্রযুক্তির প্রতি মানুষের মোহগ্রস্ততা এবং এর ফলে সৃষ্ট মানবিক সম্পর্কের সঙ্কটের শৈল্পিক দলিল।

আরণ্যকের সর্বশেষ প্রযোজনা হারুন রশীদের রচনা এবং নির্দেশনায় 'রাজনেত্র'। রাজনেত্র এক রূপকধর্মী নাটক। শাসকদের রাজ্য দেখার যে ভিন্নচোখ তার স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই নাটকে।

এই পর্যন্ত আরণ্যকের মঞ্চায়িত নাটকগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা গেলো। কিন্তু শুধু নাটকের চিত্র দিয়েই তো আরণ্যকের সম্পূর্ণ চিত্রটি ব্যাখ্যা করা যাবে না। আরণ্যকের সম্পূর্ণ চিত্র নাটকের বাইরেও অনেক ব্যাপক। আরণ্যক দেশের যেকোনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয়। স্বাধীনতাবিরোধী, সাম্প্রদায়িক এবং গণতন্ত্র বিনষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে আরণ্যক সদা সোচ্চার। একইসাথে যেকোনো সামাজিক অপরাধ এবং সঙ্কটে পথনাটকের প্রযোজনা নিয়ে দেশে ও বিদেশের নানা স্থানে ছুটে বেড়ায় আরণ্যক। আরণ্যকের লক্ষ্য শুধু নাটক করাই নয়, শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। আর এখানেই আরণ্যকের মূল বিশেষত্ব।

২.

সৃজনে সংগ্রামে নন্দনে আরণ্যক পার করে ফেলেছে পঞ্চাশটি বছর। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে পঞ্চাশ বছর ধরে সমানতালে থিয়েটারের কন্টকাকীর্ণ পথে হাঁটা সহজ

কথা নয়। যেখানে নেই কোনো সরকারি সহযোগিতা। সেই কঠিন কাজটিই কী দূর্বার শক্তিতে করে যাচ্ছে আরণ্যক। আরণ্যকের এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে থেমে যেতে হয়েছে বারবার। সবচেয়ে বড় যে সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে সেটা হলো তথ্য সংরক্ষণের অভাব। এই তথ্যের অপ্রতুলতা যেমন সংকট সৃষ্টি করেছে তেমনি আবার উৎসাহও যুগিয়েছে। সেটা হলো উজানে বৈঠা বেয়ে গন্তব্যে পৌঁছার আনন্দ প্রাপ্তির উৎসাহ। গন্তব্যে কতটা পৌঁছতে পেরেছি জানি না। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় বইটিতে আরণ্যকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত চলমান নাট্যযাত্রার একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

বইটি করতে গিয়ে আরণ্যকের সকল নাট্যকর্মীদের স্বতস্ফুর্ত সহযোগিতা পেয়েছি। আরণ্যকের একজন নাট্যকর্মী হিসেবে আমি আমার সহকর্মী ও সহমর্মীদের প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ। আমার নাট্যগুরু ও আরণ্যকের প্রাণপুরুষ মামুনুর রশীদ শুরু থেকেই এই কাজটি করতে আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ যুগিয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন নানা তথ্য ও উপদেশ দিয়ে। তার কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বইটির কাজ যখন শুরু করি তখন হীরা ভাই (মান্নান হীরা) আমাদের মাঝে বেঁচে ছিলেন। তিনিও আমাকে বইটি করতে দারুণ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। আরণ্যকের সিনিয়র সদস্য ঠান্ডু ভাই (ঠান্ডু রায়হান), হারুন ভাই (হারুন রশীদ), জহির ভাই (ফয়েজ জহির), দিলু ভাই (দিলু মজুমদার), কামরুল ভাই (কামরুল হাসান) বিভিন্ন সময়ে তথ্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পশ্চিমবঙ্গের নাট্যগবেষক ও সম্পাদক ড. আশিস গোস্বামী 'আরণ্যক : একটি দলের নাট্যকথা' নামে একটি বই সম্পাদনা করেছিলেন। সেই বইটি আমার এই কাজটি করার পথ কিছুটা সহজ করে দিয়েছে। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভের কাছে। থিয়েটার আর্কাইভের পরিচালক বাবুল ভাই (বাবুল বিশ্বাস) আমাকে অনেক পুরোনো প্রকাশনার কপি সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ আর্কাইভ ও গ্রন্থগার অধিদপ্তর এবং প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ এর পুরাতন পত্রিকার আর্কাইভে দিনের পর দিন কাজ করেছি। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বইটির প্রকাশক 'কবি' প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী সজল আহমেদ এর প্রতি এমন একটি বই প্রকাশের ঝুঁকি নেয়ার জন্য।

অপু মেহেদী
৪ জানুয়ারি, ২০২৩
দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা

যাত্রা শুরুর কথা

আরণ্যকের জন্মকথা

১৯৭২ সাল। এদেশের প্রেক্ষাপটে একদিকে তখন শেকলছেঁড়া মুক্তির আনন্দ; অন্যদিকে জনগণের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের একাগ্র আকাঙ্ক্ষা। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তখন পুনর্গঠনের পালা; জন্ম নিচ্ছে নতুনতর মূল্যবোধ। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা একদল তরুণ যুবক জীবনটাকে বাঁধতে চাইলো মঞ্চের ফুটলাইটে। কণ্ঠে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়। বিপুল অঙ্গীকারে তারা ধারণ করতে চাইলো এই গাঙেয় অববাহিকার হাজার বছরের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মাড়ি-মড়ক, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের চালচিত্র। তারা চিৎকার করে বলে উঠলো নাটক আমাদের রক্ত-মাংস-অস্থি। সদ্য স্বাধীন স্বদেশ, স্বজন হারানোর রক্তাক্ত ক্ষত আর পাষাণচাপা আকাঙ্ক্ষার মুক্তির যুগপৎ আনন্দ-বেদনার দুর্বহ ভার বয়ে জন্ম হলো একটি নাট্যদলের—আরণ্যক। মঞ্চের পাদপীঠে তারা চিৎকার করে বলে গেলো—আমরা জীবন ঘষে ঘষে বের করে এনেছি সংলাপ; যে সংলাপে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রক্তাক্ত জীবনসংগ্রাম মূর্ত, সে সংলাপময় নাটক করার অঙ্গীকার নিয়েই আরণ্যক তার অবিনাশী পথচলা শুরু করে।

আরণ্যকের কথা

শিল্পের উদ্ভব এবং মানুষের সংগ্রাম দুই-ই সমান্তরাল। ওদের বয়স ও গন্তব্য দুই-ই অভিন্ন। আয়োজন একে অপরকে ঘিরে। নাট্যদল হিসেবে শিল্পের প্রতি আমরা যতটা অনুগত, তার চেয়ে একমাত্রা বেশি অনুগত মানুষের প্রতি। সে মানুষ স্বদেশের, সমগ্র বিশ্বের, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। সৃজনশীলতায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই কেবল মানুষ বেঁচে থাকার, স্বপ্ন দেখার এবং সর্বপরি মানবিকতার বোধে চলতে পারে। আমাদের কাছে মানুষ কোনো সরলরৈখিক প্রজাতি নয়। এর ভেদাভেদ ও বিভাজন দৃশ্যমান। সেই স্পষ্টতা থেকেই মানুষের এক বিশেষ অংশের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। আর সে অংশ হলো—শ্রমনির্ভর মানুষ। আরণ্যকের এটাই অহংকার।

আরণ্যকের শ্লোগান

শ্রম আর শিল্প আজ কতিপয় মধ্যসত্ত্বভোগীর করায়ত্ত্ব। শ্রম আর ঘমের মিলিত ফসল শিল্প আজ পরিণত হয়েছে ব্যবসায়ী পণ্যে। অশ্লীল কুরুচিসম্পন্ন এই শিল্প বেনিয়ারা কুক্ষিগত করে রেখেছে জনগণের প্রাণের সম্পদ। শোষণকে দৃঢ় থেকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্য তারা এর ব্যবহারে হয়ে উঠেছে অনেক অনেক বেশি সুনিপুণ। আজ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে সেই অচলায়তন ভাঙার।

আরণ্যক মনে করে একজন নাট্যকর্মী, তিনি নাট্যকার অভিনেতা কুশলী কিংবা নেপথ্যকর্মী যাই হোন না কেন তাকে সমাজের কোনো না কোনো স্তরে বাস করতে হয়।

সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো শিল্পকর্মীর অবস্থান শুধু অসম্ভব নয় অকল্পনীয়ও বটে। সে কারণেই আজ আমরা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত করে তুলতে চাই-শিল্প বেনিয়ারা নিপাত যাক- জনগণ ফিরে পাক তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ।

তাই 'নাটক আজ শুধু বিনোদন নয়, শ্রেণিসংগ্রামের সুতীক্ষ্ম হাতিয়ার'—কার্ল মার্কস-এর মৃত্যুর শতবর্ষে আরণ্যক এই শ্লোগান তোলে।

[১৯৮৩ সালের মার্চ-এপ্রিলের একটি প্রকাশনা থেকে অংশটি গৃহীত। এর আগেও আরণ্যক বিভিন্ন শ্লোগান উদ্ধৃত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেছে নেয় বর্তমান শ্লোগানটি।]

আরণ্যকের সাংগঠনিক কাঠামো

আরণ্যক নাট্যদল একটি নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ২০০৫ সালে আরণ্যক নাট্যদলের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। গঠনতন্ত্রের অধ্যায়-"ঘ" অনুযায়ী আরণ্যক নাট্যদলের সাংগঠনিক কাঠামো দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) সাধারণ পরিষদ এবং (খ) সম্পাদকমন্ডলী। দলের নিয়মিত সদস্যরা সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন। সংগঠনের নির্বাহী কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দলের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দুই বছরের জন্য সম্পাদকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন। সম্পাদকমন্ডলীর সংখ্যা হবে ০৫ (পাঁচ) জন। তন্মধ্যে একজন প্রধান সম্পাদক ও বাকী চারজন সম্পাদক।